দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

শিক্ষক-কর্মচারীর ৭২ পদ শূন্য

মৌলভীবাজারে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম নানা কারণে ব্যাহত

মৌলভীবাজার, ২৮ আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং স্কুল গৃহ ও আসবাবপত্র সঙ্কটসহ শিক্ষা অফিসে অনিয়ম দুর্নীতির ফলে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দু'হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষার ভবিষ্যত নিয়েও অভিজ্ঞ মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে।

জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ২৬ হাজার ৮৭০ জন। এর মধ্যে এক লাখ ১০ হাজার ২৪৩ জন বর্তমানে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে। বাকিরা উপরে উল্লিখিত কারণে বিদ্যালয়ের ধারে-কাছেও যাচ্ছে না।

জেলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক হাজার ২১টি। সরকারী বিদ্যালয় সংখ্যা ৬শ' ৯৩টি, রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয় এক শ' ৯০টি ও আনরেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় একশ' ৩৮টি। বিদ্যালয় ও শিক্ষা অফিসগুলোতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলায় প্রধান শিক্ষকের ৯টি ও সহকারী শিক্ষকের ১৯টি পদ শূন্য। এছাড়া থানা শিক্ষা অফিসসমূহে ১২টি নিম্নমান সহকারী ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার সহ ২০টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য।

গ্রামাঞ্চলে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দানে অমনোযোগী বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্লাসে সময় মতো তারা উপস্থিত হন না। দীর্ঘদিন একই বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকরা গ্রাম্য মোড়লীপনা ও স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। তাছাড়া অনেক বিদ্যালয়ে গম বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিশু জরিপ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, ভোটার গণনা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকায় স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগে চরম বৈষম্য ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও সে অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যের বই বিতরণ করা হয়নি। ১৯৯৫ সালে ২ লাখ ১০ হাজার ৬শ' ৩০ সেট বই বিতরণ করা হলেও চলতি বছর বিতরণ করা হয়েছে মাত্র ১৬ লাখ ৪৪ হাজার ২শ' ৬২ সেট বই। ৪৪ হাজার ৭৭৪ জন ছাত্রছাত্রী নতুন বই পায়নি। পুরনো বই সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।